শোক সভায় লঙ্কা কান্ড!

বনি আমিন

গত শনিবার ১৯শে আগষ্ট ২০০৬ সিডনী'র অনতিদূরে ডেইসিভীল পুলিশ সিটিজেন ক্লাব হলে বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান ও কিংবদন্তী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাদিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একটি শোকসভা। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছিলেন সিডনী'র দ্বিখন্ডিত বঙ্গবন্ধু পরিষদ (পা:খো:)। শোকসভার পরদিন অর্থাৎ গত রবিবার ২০ আগষ্ট দুপুর ২টায় সিডনী থেকে প্রচারিত একটি বাংলা রেডিও অনুষ্ঠান থেকে উক্ত শোকসভায় আচানক অনাকাঙ্খীত এবং অপ্রীতিকর কান্ড ঘটে বলে জানা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত পাগলা-ঘন্টার মতো সাইরেন বাজিয়ে ঘটনাস্থলে অজস্র পোশাকি ও সাদা পোশাকধারী অষ্ট্রেলিয়ান পুলিশ শোকসভায় এসে সামিল হয়েছিল।

ঐ অপ্রীতিকর ঘটনা সম্পর্কে সিডনীবাসীদেরকে পরিষ্কার ধারণা দেয়ার জন্যে 'ভয়েজ অব বাংলাদেশ' নামক সাপ্তাহিক এক ঘন্টার একটি রেডিও অনুষ্ঠানের তত্বাবধায়ক নার্গিস আ: বানু সেদিন ফাহমিদ রহমান নামে একজন ব্যক্তিকে 'অনএয়ারে' সাক্ষাৎকার নেন। সাক্ষাৎকারে জানা যায় যে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে ফাহমিদ একজন শোকার্ত নেতার কাছ থেকে সেদিন দুপুরে নিমন্ত্রণ পান। সাঁঝের বেলায় ধোপদুরস্ত হয়ে অথচ চেহারায় মেঘাচ্ছন্ন শোকের ছায়া ধারণ করে ফাহমিদ উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির হন। প্রথানুযায়ী ধারাবাহিকভাবে আগত নেতা, উপনেতা, উপ-সহকারী নেতা, নবীণ নেতা ও অতিথিরা শোকবাণী সহ তাদের বক্তব্য রাখেন। ফাহমিদের ভাষ্যানুযায়ী অনুষ্ঠানটির আংশিক উপস্থাপনা করেছিলেন সিডনী'র সাপ্তাহিক একঘন্টার আরেকটি বাংলা অনুষ্ঠান, 'রেডিও গণিকা'র তত্বাবধায়ক টিটো সোহেল। বর্তমান সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশে মৌলবাদীদের আস্ফালন, সন্ত্রাস ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে উপস্থাপক ও বক্তা হিসেবে টিটো মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরানের সমালোচনায় তার নিজস্ব দর্শন ও কিছু মতবাদ প্রকাশ করেন। শোকসভায় উপস্থিত অভ্যাগতরা যখন বঙ্গবন্ধুকে অকালে হারানোর ব্যাথায় বিমর্ষ ও পাথরচাপা বুকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় নিরবে বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন তখন টিটো সোহেল কোরানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু আয়াত ও সুরার তর্জমা ও তফসীর করে শোকার্তদেরকে পূনর্জ্জিবীত করতে চেষ্টা করেন। রেডিও'র সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে টিটো'র প্রদত্ত তর্জমা ও তফসীরকে ভুল ও ধৃষ্ঠতা মনে করে ফাহমিদ শ্রোতাদের আসন থেকে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মাধ্যমে কয়েকবার নীরবে সোহেলের তর্জমা ও তফসীর বন্ধ করতে অনুরোধ করেন। হাজার বছরের পুরানো সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিলাসী সৌদি শেখ ও তরল-সোনার দেশ মরু আরবে যে কোরান প্রবর্তিত হয়েছিল সময়ের ধারাবাহিকতায় আজ তা অচল বলে টিটো আহাজারী করেন। কোরানের কিছু অংশ মুছে ফেলার জন্যে টিটো যখন সকলকে উদাত্ত আহ্বাণ করেন ঠিক তখনি ফাহমিদ রহমান সরবে প্রতিবাদ করে ওঠেন। তার প্রতিবাদী কণ্ঠকে রূদ্ধ করতে বেশ কয়েকজন নেতা ও সমর্থক তার দিকে ছুটে আসে। হট্টগোল লেগে যায়। নিদারুন শোক ও ক্রোধের কাছে পরাজিত একজন প্রবীণ সমাজকর্মী জনাব আবদুল কাদির গামা (আঃকাঃ গামা) প্রতিবাদী ফাহমিদের মুখে ধাঁ করে একটি ঘুষি বসিয়ে দেন। তিনশুন্যের জরুরী আহ্বানে তক্ষুনি প্রচুর পুলিশ ছুটে যান দুর্ঘটনাস্থলে। ধর্মীয় বাকবিতন্ডায় রক্তপাত হচ্ছে শুনে পুলিশ পুরো অনুষ্ঠানাঞ্চল ঘিরে ফেলেন এবং আয়োজকদের

কয়েকজনকে জিঙ্গাসাবাদ করে ঘটনার একটি ফিরিস্তী তৈরী করেন। ফাহমিদকে পুলিশ কোনরূপ জিঙ্গাসাবাদ করেনি তবে এ দুর্ঘটনা বিষয়ে একটি মামলা রজ্জু হয়েছে বলে পরবর্তিতে শোনা যায়। রেডিও সাক্ষাৎকারে উপস্থাপিকা বিনামুল্যে ফাহমিদকে বেশ কিছু আইনগত উপদেশও সেদিন 'অন-এয়ারে' দিয়েছিলেন। তিনি আহত ফাহমিদকে অতিসত্তর পুলিশের কাছে যেতে উপদেশ দেন এবং তার বয়ান রেজিষ্ট্রি করতে বলেন। ফাহমিদের আবেগময়ী সাক্ষাৎকার ও রেডিও উপস্থাপিকা নার্গিসের উপদেশ বাণী পুনরায় শোনার জন্যে উক্ত রেডিও অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ঠ ওয়েবসাইটে গিয়ে অতি আগ্রহী কিছু শ্রোতা পরে অনেকবার টোকা মেরেছিলেন। আগের প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলো ওয়েবে থাকলেও উল্লেখিত ঐদিনের অনুষ্ঠানটি রহস্যজনক কারণে হাওয়া হয়ে গেছে। [কমিউনিটি রেডিও কোড অব প্র্যাকটিস এর তর্জমা]

ঘটে যাওয়া অঘটন নিয়ে কর্ণফুলী'র পক্ষ থেকে প্রবীণ নেতা ও সমাজকর্মী আ:কা: গামাকে ফোন করা হয়। যত্ন করে ধারন করা হয় তার একটি দীর্ঘ টেলি-সাক্ষাৎকার। তিনি উক্ত দুর্ঘটনার ব্যাপকতা সম্পর্কে একদম বেমালুম। সেদিন ঘটনাস্থলে কোন পুলিশ আদৌ এসেছিল কিনা তিনি দেখেননি বা শোনেননি। তবে উপস্থাপক টিটো সোহেলের ধর্মনিরপেক্ষ বক্তব্য ও আগত একজন অতিথির প্রতিবাদে সামান্য ঝামেলা হয়েছিল যা তিনি মুরব্বি হিসেবে তাৎক্ষণিক মিটিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। জনাব গামা উপরেল্লেখিত রেডিও অনুষ্ঠান ও সাক্ষাৎকার সম্পর্কে শুনেছেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উক্ত রেডিও কর্তৃপক্ষের কাছে অনুষ্ঠানটির একটি ফাইল কপি চাইবেন এবং উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোনভাবে যদি তার চরিত্রহানী হয়ে থাকে তবে তিনি 'হয়তবা' 'নিশ্চয়' এর বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা নেবেন বলে জানালেন।

উক্ত দুর্ঘটনায় কিভাবে পুনরায় তার নাম জড়িয়ে গেল প্রশ্নের জবাবে তিনি 'কিছুই জানিনা' বল্লেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৯৭ সনের কোন এক মাসে তৎকালীন আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরুর উপস্থিতিতে সিডনীতে এরকম আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তখনো আক্রমণকারী হিসেবে জনাব গামা'র সচিত্র নাম সিডনীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই ঝঞ্জাটে রুহুল আহমেদ সওদাগর নামে একজন সমাজকর্মীকে এক ঘুষির বদলে দশ ঘুষিতে জবাব দিয়ে তৃপ্ত হয়েছিল আক্রমনকারী বীরেরা। হাঙ্গামার অনুষ্ঠান থেকে বাংলাদেশী আইনমন্ত্রী পেছন দরোজা দিয়ে ঝটিকা বেগে নির্গত হয়ে সে যাত্রা ইজ্জত রক্ষা করেছিলেন। তার কিছুদিন পরে একই সনে সিডনী'র (ম্যাসকট এলাকা) কারনেশন হলে সদ্য-বিভক্ত বঙ্গবন্ধু পরিষদের আরেকটি অনুষ্ঠানে অপ্রীতিকর ঘটনায় জনাব গামা'র নাম সরবে উচ্চারিত হয়েছিল। স্মৃতি রোমন্থনে ক্ষুদ্ধ আবদুর রউফ সরকার কর্ণফুলীকে জানিয়েছেন যে তিনি লন্ডন থেকে আগত অনুষ্ঠানের বিদেশী-অতিথি আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী'র সাথে দেখা করতে গিয়ে আচানক আ:কা: গামা কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং পুলিশ ডাকার হুমকি না দিলে সে অনুষ্ঠান থেকে অক্ষতাবস্থায় তার ঘরে ফেরা হতো না বলে রউফ জানালেন। সাড়ে চারযুগ উর্ত্তীন প্রবীণ সমাজকর্মী ও নেতা আ:কা: গামা সম্পর্কে একই রকম অপবাদের পুনরাবৃত্তি মনে রেখে তাকে কিছু অপ্রীতিকর প্রশ্ন করা হলে তিনি কর্ণফুলীকে তার পড়ন্ত যৌবনে মারামারির অক্ষমতা ও অতিতে কমিউনিটির বিভিন্ন কল্যাণমুখী কাজে তার ইতিবাচক অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। বয়সের ভাটিতে কারো গায়ে হাত দেয়াকে নেহায়েত গর্হিত কাজ বলে তিনি মনে করেন। জনাব ফাহমিদ রহমানকে শারিরীকভাবে লাঞ্ছনার কথা তিনি বারবার অস্বীকার করেন এবং আক্রমনের এ রকম কোন ঘটনা সেদিন হয়েছিল কিনা তাও তিনি আদৌ জানেননা ও শুনেননি। যে রেডিও থেকে সেদিন আক্রান্ত ফাহমিদের সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়েছিল সেখান থেকে জনাব গামার কাছে

তার বক্তব্য দেয়ার জন্যে কোন আহ্বান করা হয়নি এবং ভবিষ্যতে কোন ডাক এলেও সে রেডিওকে তিনি সাড়া দেবেন না বলে তিনি তার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

মতের অমিল হলেই একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার এই সংক্রামক ব্যাধিটি সিডনীর বাংলাদেশী সমাজে এখন এইডস এর আকার ধারন করেছে বলে অনেকে মনে করেন। তার উপর এ ধরনের ঝামেলায় ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ এর পর যদি একটু ধর্মীয় মশালা মিশিয়ে দেয়া যায় তবেতো কথাই নেই। আতঙ্কিত পাশ্চাত্য সভ্যতার সরলতা ও উদরতার সুযোগে বাগিয়ে নেয়া যায় অনেক সুবিধা। প্রবাসে ধর্মবিরোধী দু'চার কথা বলে নিজের হতাশাচ্ছন্ন ভাইবোন ও দরীদ্র মাতা-পিতার নিরাপত্তাহীনতার দোহাই দেখিয়ে সহজে শরণার্থী হিসেবে দরখাস্ত করে তাদেরকে বাংলাদেশ থেকে আনা যায়। জেনে রাখা ভালো, এ ধরণের অভিনব পরিকল্পনার প্রণেতা তসলিমা নাসরীনও দশ বছর আগে তাই করেছিলেন। সহজ উপায়ে নিজ পরিবার পরিজনকে বাংলাদেশ থেকে আমদানী করতে হলে আধুনিক জগতে 'ইসলাম' ও 'মুহম্মদ', এ দুটি শব্দে ধিক্কার মিশিয়ে বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে শ্রোতাদের আজন্ম বিশ্বাস ও চেতনাকে কড়কে দিয়ে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে নিজের নামটি বসাতে সক্ষম হলেই সাধনা স্বার্থক। অতি সহজ ফ্যামিলি মাইগ্রেশন! এধরনের মাইগ্রেশনের জন্যে পরিবারের সদস্যদের কোন পয়েন্ট টেষ্ট, ইংলিশ টেষ্ট অথবা সিকিউরিটি বন্ড কিছুই লাগেনা। সিডনীতে গত এক দশকে দুজন ব্যক্তি সুচতুরভাবে এ সুবিধাটুকু আদায় করেছিলেন।

ধর্মের নামে বাংলাদেশী মুসল্লীরাও কম যায় না। একে অন্যের আলখেল্লা উল্টে মুসলমানিত্ব পরখ করছেন প্রতিনিয়ত। দু'বছর আগে সিডনী'র একমাত্র বাংলাদেশী মসজিদটি নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত মুসল্লীদের মধ্যে হয়েছিল রক্তপাত, মামলাও হয়েছিল, গোরা পুলিশরা দৌড়েছিল অনেক ক্রোশ। এখন চলছে আরেকটি মামলা। প্রবাসে নামকুড়ানোর বুভুক্ষতায় কমিউনিটির মধ্যে হরহামেশা এ সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই আছে। রুস্তমী কায়দায় স্বগোত্রিয় ভাইকে মেরে সহজেই সকলে বীরত্ব অর্জন করতে চায়। কিন্তু সিডনী'র বাংলাদেশী ইতিহাসে আজ পর্যন্ত বর্হিগোত্রের (যেমন লেবানীজ, টোঙ্গান অথবা রাশান) কোন সদস্যের গায়ে ফুলছড়ি দিয়েও আঘাত করার সাহস বা বীরত্ব কেউ দেখাতে পারেনি। চোখ তুলে তাকাবে সে সাহসও কারো নেই। চোখে বালু ছিটিয়ে আঙুল দিয়ে ঘুঁটে দেয়া এবং মাটিতে ফেলে শরীরের তরল বর্জ্য পদার্থ গিলিয়ে নির্যাতন করা হয়েছিল কত নিরীহ বাংলাদেশী টেক্সি চালককে। আত্মরক্ষার সাহসটুকুও তখন কেউ দেখাতে পারেনি। দুর্ভাগা কত বাংলাদেশী এ সিডনীতে পথেঘাটে, রেল ষ্টেশানে ঐ গোত্রের গুন্ডা ও ছিনতাইকারীদের দুর্বল শিকার হয়ে প্রতিনিয়ত নিষ্ঠুরভাবে লাঞ্চিত হচ্ছে। দুর্ভাগ্য, পুলিশ আবির্ভাবের আগেই আক্রমনকারীরা সহজে হাওয়া হয়ে যায়। অল্পের জন্যে সম্ভ্রম হারানো থেকে রক্ষা পেয়েছেন অভিভাবক ও মুরব্বি হীন বেশ কয়েকজন সিডনীবাসী বাংলাদেশী কুমারী ছাত্রী। আইনি ও পুলিশি ঝামেলা এড়াতে প্রতিনিয়ত নীরবে অত্যাচার সহ্য করছে কত প্রবাসী বাংলাদেশী ছাত্র ও নিরীহ ভাগ্যান্বেষীরা।

ব্যঘ্র হুঙ্কারে দুর্বলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া এরকম কয়েকজন দেশী-বীরকে সিডনীর অভাগা বাংলাদেশী সমাজের আজ বড়ই প্রয়োজন। তাদের পেশীবহুল দেহ ও কঠিন মুষ্টিবদ্ধ হস্তে রক্ষা করা যেতে পারে ছায়াহীন এ সকল খর্বকায় ও পুষ্টিহীন কায়ার প্রবাসী বাঙ্গসন্তানদের। সহস্র ছুঁচো ইঁদুর নয়, ঘরে একটি বিড়ালই যথেষ্ঠ। মুরগী'র দেশে শিয়াল রাজা নয়, শের এর রাজ্যে শুধু একটি সোয়া-শের দেখতে চায় বীরত্বহীন দূর্ভাগা এ বাংলাদেশী জাতি।

বনি আমিন, সিডনী